দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন

বৈশাখ ১৪০৫- মাঘ ১৪০৭

মে ১৯৯৯ - জানুয়ারী ২০০১

নারীপক্ষ

প্রতিবেদন তৈরী ঃ রোকেয়া খাতুন

ব্যবস্থাপক, নারীপক্ষ কার্যালয়

সূচীপত্র

১) **নারীপক্ষ'র নিয়মিত অনুষ্ঠান**

i) আলোর স্মরনে কাটুক আঁধার

ii) আন্ড়র্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

iii) মুক্ত ফোরাম

iv) নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন

২) **গবেষনার কাজ**

i) জেন্ডার এ্যান্ড জাজেস

ii) সিডও বাস্ড়বায়ন পরিবীক্ষণ

iii) Gender Citizenship and Good Goverence

iv) পরিবারের অভ্যন্ড়রে নারীর প্রতি সহিংসতা

৩) **উপদেষ্টামূলক কাজ**

i) কেয়ার জেন্ডার পলিসি

৪) **প্রশিক্ষণ**

i) CPP প্রশিক্ষন

ii) এসডিসি কর্মীদের প্রশিক্ষন।

৫) নারীপক্ষ সদস্য/কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন।

৬. বার্ষিক আলোচনা সভা

৭. আন্দোলন কর্মসূচী

অন্যান্য কার্যক্রম

i) যৌন হয়রানী

ii) টানবাজার/উচ্ছেদ অভিযান প্রতিরোধ/ সংহতি

iii) কাব কাম্বুরীতে অংশ গ্রহন

iv) নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কর্মশালা

v) নির্যাতন গবেষনার উপস্থাপন

vi) বিশেষ কর্মশালা

vii) হিসাব সংক্রান্ড় ওরিয়েন্টেশন

viii) অভিনন্দন পত্র

ix) প্রতিবেদন উপস্থাপন

x) স্মরণ সভা

৮) প্রতিবাদ বিবৃতি পত্র/ সংবাদ সম্মেলন

৯) সমন্বয়কারী ও ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সিদ্ধান্ড়

১০) বাংলাদেশের বাইরে নারীপক্ষ'র প্রতিনিধিত্ব

১১) কার্যালয় সংবাদ

১২) নতুন সদস্য

১৩) শোক বংবাদ

১৪) সদস্য সংবাদ

১৫) পারিবারিক সংবাদ

১৬) সদস্যদের বিশেষ অর্জন

১) নারীপক্ষ'র নিয়মিত অনুষ্ঠান ঃ

i) আলোর স্মরনে কাটুক আঁধার

প্রতিবছরের মত ৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ সনের "আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার" অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এবারের আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "মুক্তিযুদ্ধ সকলের"। অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নাহিদ নাজনীন।

২০০০ সালে আলোর স্মরনে কাটুক আঁধার এর সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রওশন আরা বেবী। অনুষ্ঠানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য রোকেয়া খাতুন, সিনা আখতার, নাজমা আখতার, নাহিদ নাজনীন ও জাহানারা। কমিটি থেকে কয়েকটি থিম প্রস্ড়াব করা হয়।

- নারী ও স্বাধীনতা
- স্বাধীনতাই নারী
- মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধশিশু
- মুক্তি যুদ্ধে যৌন কর্মীর ভূমিকা

ডিসেম্বর মাস রোজা থাকায় অনুষ্ঠান করা হয়নি। তবে সিদ্ধান্ড় হয় যে আগামী বছর **মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধশিশু** থিম নিয়ে অনুষ্ঠান করা হবে এবং এ থিমের উপর এখন থেকে কাজ করা হবে।

ii) আন্ড়র্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

১৫ই মে আন্ড়র্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটি'র অর্ধ দিবসের একটি কর্মশালা "গার্ল গাইডস এসোসিয়েশান মিলনয়াতন"-এ আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় এ কমিটির প্রয়োজনীয়তা, কমিটি'র সাংগঠনিক রূপ, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ও নতুন আহবায়ক নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালার সিদ্ধান্ড় সমূহ

* তিন সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি এবং কার্যক্রম পরিচালনা কোষ (Cell) গঠন করা হয়।
(১) আহবায়ক
(২) যুগ্ন আহ্‌বায়ক
(৩) সহযোগী আহ্‌বায়ক

এই কমিটি'র মাধ্যমে তিন বছর চালানোর সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে সদস্য সংগঠনের জন্য ১০০ টাকা মাসিক চাঁদা নির্ধারন করা হয় এবং বছরে তিনটি সাংগঠনিক বৈঠক করার সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়।
১৭ জুন
২৫ সেপ্টেম্বর
১৩ ডিসেম্বর

* আগামী তিন বছরের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগন আহ্‌বায়ক কমিটির দায়ীত্ব পালন করবেন।

আহ্‌বায়ক - শাহীন আখতার ডলি (নারীমৈত্রী)
যুগ্ন আহ্‌বায়ক - নাসরীন হক (নারীপক্ষ)
সহযোগী আহ্‌বায়ক - মাহবুবা বেগম (বাউশি)

১৯৯৯ সনে নারী দিবস উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "রাষ্ট্র এবং পরিবারে, সমান হব অধিকারে" একই থিম ও ব্যানারে ঢাকার বাইরে ১৯টি জায়গায় নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

২০০০ সনে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও"**। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৭ই মার্চ পালন করা হয়। জাতীয় যাদুঘরের সামনে জমায়েত হয়ে মশাল মিছিল এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে সায়েন্সল্যাবরেটরী হয়ে ধানমন্ডি ক্লাব মাঠে শেষ হয়। তারপর সেখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এবারের ঘোষনা পাঠ করেন রওনক জাহান। এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি'তে ৫টি নতুন সংগঠন যোগ দেয় এবং ১৭টি জায়গায় এ দিবস পালন করা হয়।

২০০১ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি'র আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পাণ করছেন রাশিদা হোসেন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি ও যুগ্ন-আহবায়ক লীনা হক মৌ, কমিটমেন্ট।

iii) **মুক্ত ফোরাম**

গত দুই বছরের নিম্নোক্ত বিষয় মুক্ত ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়;

"দেশ বিভাগের ব্যাখ্যায় সাম্প্রদায়িক কালের নারীবাদীদের অবদান" বিষয়ে আলোচক কর্ণেল বিশ্ববিদালয় - যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক - শেলী ফেল্ডম্যান ১১ মে ১৯৯৯।

"বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ও নারীর ক্ষমতায়ন" - এর উপর আলোচনা করেন ডঃ নায়লা কবীর, ইনষ্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ, সাসেক্স বিশ্ব বিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য ৩০ মে ১৯৯৯

"মার্কিন সমাজে মুসলিম নারী" বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক আজিজ ই আল হিবরী, রিচমন্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র, ৮ই জুন ১৯৯৯।

"জনস্বাস্থ্যের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব নিকারাগুয়ার অভিজ্ঞতা" বিষয়ে আলোচনা করেন প্রফেসর লারস্ একে পারসন, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক- ICDDRB, ২৯শে জুন ১৯৯৯।

"নারী ও ক্ষমতায়ন ঃ প্রেক্ষিত মহাশ্বেতা দেবীর লেখা" বিষয়ে আলোচনা করেন রাধা চক্রবর্তী গবেষক, দিল-ী বিশ্ববিদ্যালয়, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

"গিরীন্দ্র শেখর বসু ও বাংলা সাময়িক পত্রে মনোচিকিৎসা" বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ অমিত রঞ্জন বসু, মনোচিকিৎসা গবেষক, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত, ২রা মার্চ ২০০০

"ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক" বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ শ্যামলী ঘোষ, ফেলো নেহেরু মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, নতুন দিল-ী, ভারত, ২রা এপ্রিল ২০০০।

"বিশ্ব প্রাচুর্যের মাখে ক্ষধা কেন"? বিষয়ে আলোচক ফ্র্যান্সিস মুর প্যাপ, ম্যসাচুসেট্স ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, যুক্তরাষ্ট্র, ২৩ মে, ২০০০।

"রাজনীতি ও নারীর নেতৃত্ব" বিষয়ে আলোচক Ms. Kathryn J whitmire, Senior Fellow at the James MacGrego Burns, যুক্তরাষ্ট্র, আলোচনা করেন ২৯ জুন ২০০০। এই মুক্ত আলোচনায় সংসদ সদস্যদেরকে আমন্ত্রন জানানো হয়।

iv) আন্ড়র্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন

১৯৯৯ সনে আন্ড়র্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস পালনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "নারীহত্যা"। হরতাল হওয়ার কারনে পূর্ব নুর্ধারিত বিষয় বাদ দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দাবীগুলি ছিল ঃ

ক. প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজ নিজ বৈঠকে নিয়মিত আলোচ্যসূচীর মধ্যে নারী নির্যাতন বিষয়কে অন্ড়র্ভূক্ত করবেন।

খ. নিজ নিজ দলীয় কর্মীদের জন্য আচরণবিধি তৈরী ও সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন।

গ. নারী নির্যাতনকারী হিসেবে পরিচিত কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে মনোনয়ন দিবেন না।

২৫ শে নভেম্বর ২০০০ আন্ড়র্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "দাম্ড়ত্য জীবনে নারী নির্যাতন"। ঢাকা সহ দেশের ২৬টি অঞ্চলে একই ঘোষনা পাঠ, একই প্রচারপত্র এবং শে-াগান ব্যবহার করে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। আন্ড়র্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য ঢাকা শহরে সমাজের সর্বস্ড়রের হাজার খানেক নারী পুর"ষ ব্যানার, ফেস্টুন ও প-্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিকাল ৩ টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এক মিছিল করে ওসমানী উদ্যানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মিছিলের শেষ ভাবে ছিল আনসার ভিডিপি দলের ব্যান্ড বাদক দল। দিবসটি উদ্‌যাপনের কর্মকান্ড গুলোকে মূলত : তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. জন যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরন

খ. গণমাধ্যমে প্রচার

গ. সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

২) **গবেষনার কাজ**

i) **জেন্ডার এন্ড জাজেস গবেষনা**

গত ৩-৪ সেপ্টেম্বর "দি এশিয়া প্যাসেফিক এ্যাডভাইজারি ফোরাম অন জুডিশিয়াল এডুকেশন অন ইকুয়ালিটি ইস্যুজ ও নারীপক্ষ'র যৌথ উদ্যোগে" "বিচার ও নারী পুর"ষের সমতা" সমতা বিষয়ক দুইদিনের একটি কর্মশালা সিরডাপ মিলয়নায়তন এ অনুষ্ঠিত হয়। ক্যানাডা থেকে আগত বিচারপতি ডি. আর. ক্যাম্পবল, ফেডারেল কোর্ট ও এ পি ফোরামের সদস্য নায়না কাপুর উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি লতিফুর রহমান, সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ। অংশগ্রহনকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আইনজীবি ও এন জি ও কর্মী। এই কর্মশালার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন রাশিদা হোসেন, এবং প্রতিবেদন তৈরী করার দায়িত্বে ছিলেন রূপা খান। ইউ.এম হাবিবুন নেসা জন্ডিসে আক্রান্ড় হওয়ার কারনে অংশ গ্রহন করতে পারেননি। নারীপক্ষ থেকে র"বী গজনবী, শিরীন হক, নাসরীন হক ও সাফিয়া আজীম অংশ নেয়।

ii) নারী-পুর"ষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার বাস্ড়বায়নে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ইরো-এশিয়া প্যাসিফিক এর সঙ্গে নারীপক্ষ মহিলা ও পরিষদের যৌথ প্রকল্প। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" বাস্ড়বায়নে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পুরণে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং সেই সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদি বেসরকারী পরিবীক্ষন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য তৈরী করা খসড়া "বেইস লাইন প্রতিবেদন" এর উপর ২৪শে এপ্রিল সিরডাপ মিলনায়তনে মানবাধিকার ও আইন সহায়তা সংগঠন নিয়ে একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

iii) **Gender Citizenship and Good Goverence**

নেদারল্যান্ড Royal Tropical Institute (KIT) "Gender Citizenship and Good Governance" শিরোনামে দক্ষিন এশিয়া ও দক্ষিন আফ্রিকার কিছু দেশের সেবরকারী নারী সংগঠনের মাধ্যমে গবেষনা কাজ হাতে নিয়েছে। এই গবেষনা দেড় বছর চলবে। এ প্রকল্পের কাজ দুর্বার নেটওয়ার্ক প্রকল্প ও নারী স্বাস্থ্য কর্মসঙচীর মাধ্যমে রোকেয়া আহমেদ ও রেবেকা মিল্টন সমন্বয় করছেন।

iv) **পরিবারের অভ্যন্ড়রে**

ICDDRB বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধিনে নারীর প্রতি সহিংসতা এর সঙ্গে নারীপক্ষ "পরিবারের অভ্যন্ড়রে নারীর প্রতি সহিংসতা" বিষয়ক যৌথ গবেষনা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সাফিয়া আজীম এই কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই প্রকল্পের সাথে সাথে মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার নারীদের কাউন্সেলিং সেবা পদান করা হবে। অমিত বসু নামে ভারতীয় একজন কাউন্সেলিং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে রাজী হয়েছেন। এই কাউন্সেলিং এর জন্য ডি এফ আই ডি থেকে অনুদান পাওয়া যাবে । ICDDRB -এর সাথে নারী নির্যাতন বিষয়ক যে জাতীয় জরিপ হচ্ছে তার সাথে এই কাজটি পরিপুরক হবে।

৩) **উপদেষ্টামূলক কাজ**

i) কেয়ার এর জেন্ডার পলিসি তৈরী করার জন্য নারীপক্ষ চুক্তিবদ্ধ হয়। বিভিন্ন কর্মশালা ও মত বিনিময় সভার মাধ্যমে কেয়ারের বিভিন্ন কমসূচী ও কর্মীদের মতামত নিয়ে এই নীতিমালা তৈরী করা হয়। এ কাজের জন্য নারীপক্ষ ৬,৫০,০০০/- টাকার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। আয়কর বাবদ ৬১,১৫০/- টাকা কেটে রাখার পর মোট ৫,৮৮,৮৫০/- টাকা আয় করা হয়। এ কাজে যুক্ত চিলেন শিরীন হক, মাহীন সুলতান, রীনা রায়, ফজিলা বানু লিলি ও রীনা সেনগুপ্তা।

৪) **প্রশিক্ষণ** ঃ

i) CPP এর উপদেষ্টা এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য ৭-৯ মে ১৯৯৯ সিরডাপ মিলনায়তনে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষন থেকে ২,২২,৯৭৬/- টাকা আয় হয়। এ কাজে যুক্ত ছিলেন রীনা রায়, রীনা সেনগুপ্তা, শিরীন হক ও মাহীন সুলতান।

ii) আগষ্ট ২০০০ এসডিসি এর কর্মী ও পার্টনারদের নিয়ে জেন্ডার বিশে-ষন বিষয়ে ৪ দিনের একটি প্রশিক্ষনে শিরীন হক ও রোকেয়া আহমেদ কাজ করেন। এ কাজের জন্য নারীপক্ষ ১৩,০০,০০০/- টাকা আয় করে।

৫) নারীপক্ষ সদস্য/কর্মী বিভিন্ন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষণ

২৫-২৯শে জুলাই ব্রিট্রিশ কাউন্সিল আয়োজিত ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং মেথডোলজি প্রশিক্ষনে রেবেকা মিল্টন ও নাজনীন আখতার অংশ নেয়।

COOPI সংগঠনের প্রশিক্ষন :

নির্যাতনের শিকার মেয়েদের মানসিক সহায়তার জন্য তিন মাসের মনোবিজ্ঞান ও কাউন্সেলিং প্রশিক্ষন COOPI সংগঠনের আয়োজনে এপ্রিল মাস থেকে শুর" হয়েছে। নারীপক্ষ থেকে খোদেজা আক্তার,নাহিদ নাজনীন, নাজমা বেগম ও রেবেকা মিলটন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করছে। প্রশিক্ষণের গত পর্বে (অক্টোবর - ডিসেম্বর '৯৯) মুক্তি ও নুর"ন্নাহার অংশগ্রহণ করেছিল এবং মুক্তি ও নুর"ন্নাহার প্রতি সপ্তাহে বুধবার 'ঠিকানা' বাসায় গিয়ে এসিড দগ্ধ মেয়েদের কাউন্সেলিং করছে।

১৬-৩০ অক্টোবর ২০০০ বারপার্ট আয়োজিত Epidemiologic Approach to Reproductive Health প্রশিক্ষনে রেবেকা মিল্টন অংশ নেয়।

Behaviour Change Communication Programme আয়োজিত "Message Development" প্রশিক্ষন কর্মশালায় নাজমা বেগম ও রেবেকা মিল্টন কুমিল-ায় অংশ নেয়।

১২-১৭ আগষ্ট ২০০০ টার্ড আয়োজিত "Capacity Building for Women Managers" প্রশিক্ষনে রোকেয়া খাতুন অংশ নেয়।

২১ অক্টোবর ২০০০ প্রতিবেদন লেখার উপর ফিরদৌস আজীম অর্ধ দিবসের একটি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। এই প্রশিক্ষনে নারীপক্ষ'র বিভিন্ন সদস্য ও কর্মীরা অংশ্রগ্রহন করে।

৩-৬ ডিসেম্বর ২০০০ ইউনিসেফ ও রেড বার্নেট আয়োজিত "হিউম্যান রাইটস এন্ড ট্রাফিকিং" প্রশিক্ষনে পরীবিক্ষন প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা জাকিয়া বেগম অংশ নেয়।

৬) **বার্ষিক আলোচনা সভা**

১২ -১৩ মে ২০০০ সেভ দি চিলড্রেন (ইউ.কে) কার্যালয় নারীপক্ষ'র বার্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়্নারীপক্ষ'র জন্য সদস্য অংশ নেয়। ১৩ মে নারীপক্ষ'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উলক্ষে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে কর্মীগন অংশ নেয়।

৭) আন্দলোন কর্মসুচী
অন্যান্য কার্যক্রম

i) **যৌন হয়রানী প্রতিরোধ**

উইমেন ফর উইমেন আয়োজিত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানী" বিষয়ক সভাগুলি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন নারীপক্ষ'র পারভীন হাসান, হাবিবুন নেসা, রোকেয়া আহমেদন ও শিরীন হক। যৌন হয়নারীর উপর একটি নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ও নারীপক্ষ'র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সাফিয়া আজীম, মাহবুবা মাহমুদ, হাবিবুন নেসা ও শিরীন হক একটি লেখা তৈরী করেন। মাহীন সুলতান ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত বৈঠকে যৌন হয়রানীর উপর লেখা উপস্থাপন করেন।

ii) **টানবাজার/সংহতি**

১৯৯৯ নারীপক্ষ জুলাই মাসে টানবাজারের পতিতালয়ের বাসিন্দাদের সরকার জোড়পূর্বক উচ্ছেদ করে। ওখানকার বাসিন্দাদের উপর পুলিশ আক্রমন করে, মারধর করে এবং তাড়িয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে নারীপক্ষ ৬৪ টি সংগঠন নিয়ে "সংহতি" নামে একটি মানবাধিকার মোর্চা গঠন করে। যৌনকর্মীদের মানবাধিকার লংঘনের বির"দ্ধে সংহতি মিছিল, সমাবেশ, মশালমিছিলসহ বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ জানায়।

টানবাজার ও নিমতলি পতিতালয় থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবীতে সংহতির পক্ষে ১লা আগষ্ট '৯৯ নারীপক্ষ সহ ৫টি সংগঠন হাইকোর্টে যে আবেদন করেছিল তার প্রেক্ষিতে গত ১৪ মার্চ ২০০০ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টে রীটের রায় ঘোষনা করেছেন। আমাদের মহামান্য বিচারক যৌনকর্মীরা যে তারা যে বাংলাদেশের নাগরিক এটা স্বীকার করে তাদের পক্ষে রায় দেন। রায়ে যৌনকর্মীদের নাগরিক অধিকার এবং মানবাধিকারকে স্বীকৃত দেয়া হয়েছে। মহামান্য আদালত নারায়নগঞ্জ টানবাজারের ও নিমতলী থেকে পতিতাদের উচ্ছেদ ও আটককে বেআইনী ঘোষনা এবং ভবঘুরে কেন্দ্রের আটক পতিতাদের এখনই মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রায়ে নারাযনগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্"ড়ষ প্রকাশ করা হয়। উচ্ছেদকালে পুলিশের ভূমিকায় নিন্দা করে রায়ে বলা হয় পুলিশ জনগনের অধিকার রক্ষায় তৎপর না হলে এ প্রতিষ্ঠান জনগনের আস্া হারাবে।

এ রায়ের ভিত্তিতে গত ৩০ মার্চ ২০০০ তারিখে সংহতির উদ্যোগে ওসমানী উদ্যানে এক বিজয় সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মিছিল করে।

- সংহতির ১ বছরের একি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।
পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলো এসেছে তা হলো-
১. বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌনকর্মীদের অবস্থা তুলে ধরা
২. যৌনকর্মীদের অধিকার বিষয়ে এডভোকেসি করা
৩. আইনজীবি, নারী অধিকার, মানবাধিকার, পেশাজীবি সংগঠন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সম্"দায়দের সাথে আলোচনা করা।
- বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করা হবে-

ক. দক্ষতা বৃদ্ধি
খ. প্রশিক্ষন
গ. অভিজ্ঞতা নিবিময়
ঘ. এসিড দগ্ধ
ঙ. মাতৃ মৃত্যুরোধ

মিলেনিয়াম মেলা ঃ সংহতি'র পক্ষ থেকে ৩০ জনের প্রতিনিধি দল কলকাতার মিলেনিয়াম মেলায় অংশগ্রহন করবে। এর যাবতীয় খরচ অক্সফাম ও কনসার্ণ দিবে। উল্কা, দুর্জয়, নারীমুক্তি, অক্ষয় -এর যৌনকর্মী সদস্যরা ও ভিন্ন ভিন্ন পতিতাপল-ী থেকে যৌনকর্মী ও সংহতি সচিবালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা অংশগ্রহন করবে। মেলায় যাবার বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন ডাঃ সমন কনসার্ণ বাংলাদেশ। নেটওয়ার্ক কর্মসূচীর উদ্যোগে ৩০ জন অংশগ্রহনকারীর জন্য একটি প্রকল্পপ প্রস্ড়াবনা ও বাজেট পেশ করা হয়।

- সংহতি'র একটি নীতিমালার খসড়া তৈরী করা হয়েছে।
- সংহতি'র একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হবে।

iii) কাব কাম্পুরীতে অংশ গ্রহন '২০০০

১২-১৬ ফেব্র"য়ারী ২০০০ ৫ম বাংলাদেশ কাব কাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য দল ৫ - ১০ বছরের শিশুদের উপযোগী করে স্বাস্থ্য তথ্য "আমি সুস্থ্য থাকতে চাই" লিফলেট তৈরী করে এবং বিতরন করে। এবারের ৫ম বাংলাদেশ কাব কাম্[]রীর থিম ছিল "আগামী পৃথিবী শান্ড়ির পৃথিবী চাই"। নারীপক্ষ'র প্রদর্শনী স্টলে অংশগ্রহনকারীদের জন্য বাস্কেট বল খেলার ব্যবস্থা ছিল। খেলা আনন্দের, খেলা সকলের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি কাটুন গল্প বিতরন করা হয়। শিশু অধিকার সনদ এর উপর ভিত্তি করে একটি পোষ্টার তৈরী করা হয়। কাঁথা সেলাই করার ব্যবস্থা ছিল। মূল সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হাবিবুন নেসা। সহযোগিতা করে আরজুমান্দ বানু, শ্যামল, মুনমুন, রিক্তা, স্বাস্থ্য দল, পরিবীক্ষন প্রকল্পের কর্মীগণ। কাপ কাম্পুরী থেকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

iv) নারীক্ষ'র সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা

১৯ জুন ২০০০ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার পরিচালনা করেন মাহীন সুলতান। নারীপক্ষ থেকে অংশ নেয় ফজিলা বানু লিলি, মাহবুবা মাহমুদ, জাহানারা খাতুন, সামিয়া আফরিন, আরজুমান্দ বানু মিলি, নাহিদ নাজনীন, ইয়াসমিন, হাবিবুন নেসা, রোকেয়া ও রেবেকা। এই কর্মশালায় ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক মূল্যবোধ চিহ্নিত হয় এবং মূল্যবোধ ও আচরনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়।

v) নারী নির্যাতন গবেষনা উপস্থাপন

৯ ডিসেম্বর ২০০০ ডবি-উভিএ মিলনায়তনে নারীপক্ষ'র দুই বছর ব্যাপী নারী নির্যাতন ভিষয়ক গবেষনার ফলাফলের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপন করে গবেষনা প্রকল্প সমন্বয়কারী সাফিয়া আজীম ও চেয়ার করেন আহবায়ক র"বী গজনবী। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন এনুজও, আইনজীবি, সরকারী সংস্থা ও দাতা সংস্থা অংশ নেয়।

vi) বিশেষ কর্মশালা

ইওউঝ ও নারীপক্ষ যৌথভাবে "নারীর ক্ষমতায়ন" এর উপর অর্ধ দিবসের একটি গোল টেবিল বৈঠক এর আয়োজ করেন। নারীপক্ষ থেকে মাহবুবা মাহমুদ, রীনা রায়, ফিরদৌস আজীম, হাবিবুন নেসা ও মাহীন সুলতান অংশ নেয়। BIDS -এর সিমিন মাহমুদ গোলটেবিলে আয়োজন করে। শিরীন হক ও মাহীন সুলতান পরিকল্পনা করেন। দুর্বার সদস্য থেকে কেস স্টাডি উপস্থাপনক করা হয়।

vii) হিসাব সংক্রান্ড় ওরিয়েন্টেশন

১৭ জুন ২০০০ সামস উদ্দিন এফ সি এ এর পরিচালনায় হিসাব সংক্রান্ড় ওরিয়েন্টেশনে নারীপক্ষ হিসাব বিভাগ থেকে রফিকুল ইসলাম, মোক্তার আরেফীন, অফিস ব্যবস্থাপক রোকেয়া খাতুন, নারীপক্ষ সমন্বয়কারী কমিটি ও নির্বাহী পরিষদ এর সদস্য, নেটওয়ার্ক ও পরিবীক্ষন প্রকল্প থেকে অংশ নেয়।

ারর) অভিনন্দন পত্র

হটলাইন বাংলাদেশের রোজলিন কস্ড্র মানুষের শান্ড়ি ও কল্যানের জন্য তাঁর ১৪ বছরের শ্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ দক্ষিন রোরিয়া "Bishop Tji Hak-Soon Justice and Peace Award ১৯৯৯ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। নারীপক্ষ তরফ থেকে আন্ড়রিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

নাজমুন আরা সুলতানা বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশের উচ্চতর আদালতের প্রথম মহিলা বিচারপতি হিসাবে যোগদান করার জন্য নারীপক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ও প-াষ্টিক সার্জারী অধ্যাপক ডাঃ সামন্ড়লাল সেন বাংলাদেশের প্রথম ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী বার্ণ হাসপাতালের পরিচালক পদে দায়িত্বভার গ্রহন করেন। নারীপক্ষ থেকে তাকে আন্ড়রিক অভিনন্দন জানানো হয়।

ix) প্রতিবেদন উপস্থাপন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও হাঙ্গার প্রজেক্ট ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০০০ কন্যা শিশু দিবস পালন করে। পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমীতে আয়োজিত একটি আলোচনা সবায় ফিরদৌস আজীম আলোচনা করেন এবং নারীপক্ষ'র তৈরী একটি লেকা বিতনণ করেন। লেখাটি তৈরী করে রীক্তা ও সাদিয়া এবং হাবিবুন নেসা সহায়তা করেন।

x) স্মরণ সভা

অধ্যাপক রোকেয়া রহমান কবীর এর স্মরণে ৭টি সংগঠনের সমন্বয়ে নারীপক্ষ, কর্মজীবি নারী, নারী প্রগতি সংঘ, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারী ও শিশু প্রতিপালন ফোরাম ও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, নারী আন্দোলনের পক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করে। এ স্মরন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয শিশু প্রতিপালন ও পুনর্বাসন সংস্থা থেকে লতিফা আকন্দ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ থেকে আয়েশা খানম, উইমেন ফর উইমেন থেকে জাহানারা হক, সম্মিলিত নারী সমাজ থেকে হাজেরা খানম, নারী প্রগতি সংঘ থেকে রোকেয়া করিব, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা থেকে ফরিদা আক্তার, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি থেকে সালমা আপা। অনুষ্ঠানে প্রফেসর রোকেয়া রহমান এর পছন্দের গান গাওয়া হয় ও উনার জন্য লেখা জাহিদা খানমের কবিতা পড়া হয়। নারীপক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মাহবুবা মাহমুদ।

গত ৮ আগষ্ট মঙ্গলবার নারীপক্ষ সাপ্তাহিক বৈঠকে সদস্যদের মধ্যে থেকে অধ্যপক রোকেয়া রহমান কবীর স্মরণে স্মৃতিচারন করা হয় এবং অধ্যাপক কবীরের একটি গবেষনা প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান পারভীন হাসান।

৮) প্রতিবাদ বিবৃতি পত্র/ সংবাদ সম্মেলন

ক. মে ১৯৯৯ অর্ধদিবস হরতাল চলাকালে বিরোধী দলের মিছিলের উপর বিনা উস্কানীতে হামলা চালায় ও পুলিশ অশি-ল ভাষায় গালাগালি করে। পুলিশ মিছিলকারীদের শাড়ি ও পরিধেয় পোশাক ধরে টানাটানি করে। পুলিশের এ ধরনের অসভ্য আচরণ নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন ও শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ। নারীপক্ষ দাবী জানায় যে, সরকার যেন উক্ত ব্যাপারটি তদন্ড় করেই ক্ষান্ড় না থাকেন বরং বিষয়টি সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ গনমাধ্যমে জনসমক্ষে যথাযথভাবে প্রকাশ করেন। সেইসাথে জোরদাবী জানানো হয় যে পুলিশ

বাহিনী যেন তাদের আচরন বিধি সম্পর্কে সচেতন হয় তা দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এবং মহা পুলিশ পরিদর্শক এ ব্যাপারে যেন সত্ত্বর পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

খ. একজন বৃটিশ মহিলা বাংলাদেশের চারজন পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হবার কথা ব্রিটিশ হাইকমিশন অবগত করছে। এই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্ড় সাপেক্ষে সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কিন্তু আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করি যে, যথাযথ তদন্ড় না করেই বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিষয়টিকে ভিন্ন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। অতীতেও দেখা গেছে যে, পুলিশ কর্তক নারী ধর্ষণের ক্ষেত্রে সরকার নিজেদের দায় এড়িয়ে নানাপ্রকার অজুহাত তৈরী করে জনমনে বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক নারী ধর্ষণ, খুন, সাধারন মানুষকে অত্যাচার ও হয়রানী কোন নতুন কিংবা অবিশ্বাস্য ঘটনা নয়। নারীপক্ষ মনে করে যে, বাংলাদেশ সরকারের মত বৃটিশ সরকারও নারীর উপর আক্রমনকে গুর"ত্ব দেয় না। নারীপক্ষ এই ঘটনার সত্যতা নিরপেক্ষ তদন্ড় সাপেক্ষে যাচাই ও সুষ্ঠু বিচার দাবী করে নারীপক্ষ প্রতিবাদ জানায়।

গ. গত ২৮শে অক্টোবর "দৈনিক জনকণ্ঠ" সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "এসিডদগ্ধ মেয়েদের পোশাক দেয়ার নামে অশালীন ছবি তোলার অভিযোগ" শিরোনামে সংবাদটি থেকে জানতে পারা যায় যে, এসিডদগ্ধ মেয়েদের সহায়তা দেয়ার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী সংগঠন কাজ করছে। এই সংগঠনটি এসিডদগ্ধ মেয়েদের বিনা পয়সায় পোশাক এবং সেবা দেয়ার জন্য ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে অনুদান নিয়েছে। এসিড দগ্ধ কম বয়সের মেয়েরা ঐ অফিসে গেলে প্রথমেই দুটি ব্যাটারী ও একটি ফিল্ম তাদের কাজ থেকে নেয়া হয়। তারপর সেখানে একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে সেখানে তাদের বুকের কাপড়, ব-াউজ ও ব্রেসিয়ার খুলে ফেলতে বলা হয়। কেউ খুলতে আপত্তি জানালে চিকিৎসার কথা বলে উলঙ্গবস্থায় ছবি তোলা হয়। এই ধরনের আচরন অত্যন্ড় আপত্তিজনক এবং নারীর চরম মানবাধিকার লংঘন। এসিডদগ্ধ মেয়েদের নিয়ে এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

ঘ. গত ৩১শে ডিসেম্বর টি এস সি তে আনন্দ উৎসবে যুবকদের অসভ্য, অশালীন ও বর্বর আচরন মেয়েদের প্রতি সহিংস নির্যাতনের রূপ নিয়েছে যা জাতির জন্য চরম লজ্জা ও দুঃখজনক ঘটনা। আমরা এ ব্যাপরে স্ড়ম্ভিত। এ ধরনের নেক্কারজনক ঘটনা প্রতিরোধের জন্য আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনী ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। এই ঘৃন্য ও অশালীন আচরনের জন্য নারীপক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ঙ. ২ আগষ্ট ২০০০ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ছত্র ছায়ায় ধর্ষনকারী হিসেবে চিহ্নিত ছাত্ররা আবার ক্যান্সাসে ফিরে আসার প্রেক্ষিতে সাধারন ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিবাদ করছে বলে পত্রিকার প্রকাশিত হয়। নারীপক্ষ ধর্ষনকারীদের জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করনের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং প্রতিবাদকারী ছাত্র ছাত্রীদের সাথে একাত্বতা ঘোষনা করেছে। নির্যাতনকারীদের পুনঃ প্রবেশ শুধুমাত্র নারীর মানবাধিকার লংঘনের প্রতি অবজ্ঞাই নয় বরং দেশের আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমাগত অবমানরাই প্রমান। নারীপক্ষ দাবী জানায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্যতা রেখে সত্যিকারে নারীর উন্নয়নমঙলক পদক্ষেপ গ্রহন করা হোক, যৌনকর্মীদের উপর অহেতুক হামলা না করে যৌন অপরাধ দমনে সচেষ্ট হউন, যাতে দেশে নারীর অধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

চ. গত ১৫ই নভেম্বর ১৯৯৯ গাইবান্ধা জেলা ও দায়রা আদালতে বিচারক জনাব মোঃ সিরাজউদ্দীন আহমেদ এসিড দ্বগ্ধ মোসলেমা নারী ও মিশু নির্যাতন মামলার রায় ঘোষনা করেন। অপরাধী বেল-াল হামিদ শামসুল হক ও শামীমকে পঞ্চাশ বছর কারাদন্ড দেওয়া হয় এবং প্রত্যেককে আরো অতিরিক্ত ৪০০০/ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৪ মাস কারাদন্ড দেয়া হয়। নারীপক্ষ এ মামলায় প্রথম থেকে সরকার পক্ষকে সার্বিক সহায়তা করে আসছে। এ তথ্য জানিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বিবৃত্তি দেয়া হয়।

ছ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেক্সাস অঙ্গরাজ্যের জনৈক বেটী লু বীটস নামক একজন ৬২ বছরের বৃদ্ধার বেটী লু বীটস এর জীবন এর ইতিহাস ছিল যন্ত্রনাকাতর নির্যাতনের ইতিহাস। স্বামীর ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তিনি তার স্বামীকে হত্যা করেন। এক্ষেত্রে এটাই প্রমানিত হয় যে বেটী লু বীটস এর স্বামীই তাকে হত্যা কান্ডে উৎসাহিত করেছে। বেটী লু বীটস এর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করায় নারীপক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিবৃত্তি জানানো হয়। ষ্টেট হাউজের Governor George W Bush কে একটি চিঠি লেখা হয় যাতে করে বেটী লু বীটস স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তার স্বামীকে হত্যা করতে বাধ্য হন। তার স্বামীর ইন্সুরেন্স এর টাকা হম্দগত করার জন্য মহিলা তার স্বামীকে হত্যা করে। কিন্তু তার এটনি জেনারেল প্রমান করতে পারে নাই যে তার স্বামী তার উপর বৈবাহিক ও সেক্সুচুয়াল জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। মিঃ বেটি লও বিটস তার ৬৩ তম জন্মদিনে ফাঁসির আদেশে স্বাস্থ্য দল থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়।

জ. ২৮ জুলাই, ২০০০ অধ্যাপক রোকেয়া রহমান কবীর একমাস অসুস্থ্য থাকার পর ঢাকাস্থা গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নারীপক্ষ'র জন্মলগ্ন থেকে সংগঠনের প্রতিটি কাজে অধ্যাপক রোকেয়া রহমান কবীরের উপদেশ ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন জুগিয়েছে উৎসাহ ও সাহস। আমরা তাঁকে হারিয়ে ব্যথিত। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। যাতে বলা হয় পঞ্চাশ দশকের রক্ষনশীল সামাজে তাঁর মুক্ত চিন্ড়া ও সাহসী পদচারণা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ছিল অনুপ্রেরণা যা এখনও বিদ্যমান। সমাজে বিরাজমান বৈষম্য ও অন্যায়ের বির"দ্ধে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। এদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনে হয়ে আছেন অগ্রজ।

ঝ. নিপোর্ট এর উদ্ধতন প্রশিক্ষক মিসেস নাজমা রহমান এর সাথে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রশিক্ষন ডাঃ আখতার হোসেন ও সহকারী পরিচালক মোঃ মাহবুবুল রহমান এর আপত্তিকর আচরন প্রসঙ্গে প্রকৃত অপরাধীর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্ড়ি প্রদান করার জন্য দাবী জানানো হয়।

৯) <u>কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সিদ্ধান্ড় সমূহ</u>

প্রকল্প ভিত্তিক হিসাব করা হয়েছে। প্রকল্প সমন্বয়কারী, কার্যকরী কমিটি থেকে একজন এবং সমন্বয়কারী অথবা নির্বাহী পরিষদ থেকে একজন স্বাক্ষরদানকারী হিসেবে থাকবেন।

স্বাস্থ্য দল প্রকল্পের সমন্বয়কারী হিসাবে রেবেকা মিল্টন নির্বাচিত হয়েছে।

বিদেশ প্রশিক্ষন/সভায় অংশগ্রহন সংক্রান্ড় নীতিমালা তৈরী করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে আছে পারভীন হাসান, মাহীন সুলতান ও রেবেকা মিল্টন।

নারীপক্ষতে কোন খালি পদ বা নতুন পদের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীপক্ষতে কর্মরত কোন ব্যক্তি দরখাস্ড় করতে চাইলে তাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখস্ড় করতে হবে। প্রত্যেক সমন্বয়কারী তার প্রকল্প সকল দিক বিবেচনা করে আবেদনের অনুমতি দেবেন কিনা সিদ্ধান্ড় নিবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ড় নেবেন নারীপক্ষ'র কাজের স্বার্থে যে কোন কর্মরত ব্যক্তিকে এক প্রকল্প থেকে অন্য প্রকল্পে বদলী করা যাবে। এই সিদ্ধান্ড় প্রকল্প সমন্বয়কারীগন এবং নারীপক্ষ'র কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি যৌথভাবে নিবেন।

<u>এফ ডি আর</u> ঃ

রাশিদা হোসেন ও রীনা রায় এর নামে শিরীন হক ও শামসুন নেসা এর নামে দুইজন করে দুইটি এফ ডি আর হবে। অর্থাৎ উক্ত এফডিআর এ দরখস্ড়কারী হিসাবে একজন নির্বাহী ও একজন সমন্বয়কারী থেকে থাকবেন।

এন ডবি- উ ডি টেলিফোন লাইন তালা দেয়া থাকবে রোকেয়া বা রফিক সাহেব প্রয়োজনে তালা খুলে দেবে।

নারীপক্ষ'র সকল কর্মীদের ব্যক্তিগত ফোন লম্বা না করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ৮১১৯৯১৭ ফোন ইনকামিং কলের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। অন্যটি তালা দিয়ে রাখা হবে।

কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি বৈশাখ -চৈত্র হিসেবে দেয়া হবে। তবে যে সব কর্মীর চাকুরীর মেয়াদ ৬ মাসের উপরে তারা এ সুযোগ পাবেন।

গণ বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে সদস্য পদে মনোনয়ন করার জন্য রাশিদা হোসেন এর নাম প্রস্ড়াব করা হয়।

অফিসে এখন থেকে দুধ চায়ের পরিবর্তে রং চা খাওয়া হবে।

হরতালের দিন অফিস খোলা থাকবে। পুরোদিন হরতাল থাকলে যারা পারবে তারা সময়মত অফিসে এসে কাজ করবে। যারা পারবেনা তারা তাদের অর্ধদিন কর্মদিবসের মাধ্যমে কাজ করে সময় সমন্বয় করে দিবেন। প্রত্যেক কর্মীকে তার সমন্বয়কারীর সাথে আলাপ করে অফিসের সময় ঠিক করতে বলা হয়। আধাবেলা হরতাল হলে হরতাল শেষ হওয়ার ১ ঘন্টার মধ্যে অফিসে আসতে হবে।

নারীপক্ষের উপদেষ্টামূলক কাজ ঃ

নারীপক্ষ বাহিরের সংগঠনের উপদেষ্ঠমূলক কাজ করার জন্য কোন সদস্য কাজ করলে সন্মানী ভাতা পায়। যারা নারীপক্ষ-এ পুরো সময় কাজ করে তারা সন্মানী পায় না। এ নিয়ম অমিতা দে যখন চাকুরী করত সেই সময় হতে চলে এসেছে। সে নারীপক্ষ'র সদস্য হলেও সন্মানী পায়নি কারন সে নারীপক্ষ থেকে ঐ সময়ের জন্য বেতন পেয়েছে। কিন্' যদি নারীপক্ষে কেউ খন্ডকালীন কাজ করে যেমন সপ্তাহে ২০ বা ৩০ ঘন্টা কাজ করে, বা ৫০%/৭৫% সময় দেয় তার ক্ষেত্রে কি হবে প্রশ্ন উঠে। একজন ৩০ ঘন্টা কাজ করলে যদি সম্মানী ভাতা পায় তাহলে ৪০ ঘন্টা যে কাজ করে সে কেন পাবে না বা ছুটির সময় করলে ৪০ ঘন্টার বাইরে করলে সে প্রশ্ন ভবিষ্যতে আসতে পারে। সুতরাং পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে ব্যবস্াপনা বিশেষজ্ঞ (সরকারী/ বা বেসরকারী দের) মতামত গ্রহন করে সিদ্ধান্ড় নেয়া হবে।

এই বিষয়ে যে প্রস্ড়াবগুলি আসে ঃ

(১) এখন থেকে কোন উপদেষ্টামূলক কাজ/ প্রশিক্ষনে নারীপক্ষে'র বেতনভুক্ত কর্মী সদস্য বা সদস্য নয় যে কেউ হোক পারতপক্ষে তাদের যুক্ত করা হবে না।

(২) তাদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে অন্য কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত করা হলে অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা দেয়া যেতে পারে।

(৩) কোন ক্রমেই নারীপক্ষ থেকে ছুটি নিয়ে নারীপক্ষের কোন উপদেষ্ঠামূলক কাজ বা প্রশিক্ষনের কাজে সন্মানী বা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কোন কাজে যুক্ত হওয়া যাবে না।

(৪) চাকুরী সংযুক্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহনের জন্য পাওয়া সম্মানী নারীপক্ষে জমা দেবে। তাকে কোন প্রকার সন্মানী দেয়া হবে না।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ড় সমূহ

কর্মী উন্নয়ন কমিটি নামে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি'র কাজ হবে কর্মীদের মধ্যে সম্[]র্ক তৈরী করা। কমিটিতে আছেন শাহিন সুলতান, নেটওয়ার্ক প্রকল্পের সহ-সমন্বয়কারী, নরীপক্ষ থেকে মোক্তার আরেফিন এবং পরিবীক্ষন থেকে নাহিদ নাজনীন।

আন্ড়: প্রকল্প সমন্বয়ের জন্য সপ্তাহে একদিন ১ ঘন্টা বৃহস্পতিবার সমন্বয়কারী ও সহ-সমন্বয়কারীরা বসবে এবং কে কোথায় ঢাকার বাহিরে যাবে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

প্রতি মাসের শেষ বুধবার সমন্বয়কারী বৈঠকের আগে আহবায়ক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী সভা অনুষ্ঠিত হবে ৩:০০ টায় এবং আহবায়ক প্রকল্প সমন্বয়কারী ও সকল কর্মীদের সভা ৪:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

১০) বাংলাদেশের বাইরে নারীপক্ষ'র প্রতিনিধিত্ব

১. ৫-৭ এপ্রিল ১৯৯৯, ভারতের নয়া দিল-ীতে আয়োজিত Violence Against women strategy কর্মশালায় Regional Working on Impact of Gender Based Violence on the Health of Women শাসমুন নেসা অংশ নেয়।

২. ১৮-২২ মে ১৯৯৯, শ্রীলংকায় ইরো এশিয়া প্যাসিফিক আয়োজিত "Regional South Asian Monitoring Meeting কালুতারার, মাহীন সুলতান ও রাশিদা হোসেন অংশ নেয়।

৩. ১১-১৩ আগষ্ট ১৯৯৯, ইউনিফেম এর সহযোগিতায় নেপালে বেইজিং প-াস ফাইভ এর আঞ্চলিক বৈঠকে রীনা রায় অংশগ্রহন করে।

৪. ৩১ আগষ্ট- ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বেইজিং প-াস ৫ এর Asia Pacific NGO Symposia, রেবেকা মিল্টন ও সাদাফ সিদ্দিকী অংশ নেয়।

৫. ৮- ১১ অক্টোবর ১৯৯৯, থাইল্যান্ড চিয়াং মাইতে অনুষ্ঠিত Development Alternatives With Women for a New Era (DAWN) আয়োজিত Political Re- Structuring and Social Thrass for mation কর্মশালায় শিরীন হক অংশ নেয়।

৬. ১৭-২২ জানুয়ারী ২০০০, নেপালে ইউনিসেফ আয়োজিত Violence Aganist Gril and Women in South Asia কর্মশালায় সাফিয়া আজীম অংশ নেয়।

৭. ১৪ - ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০০, ব্যাংককে অনুষ্ঠিত Health, Power, Media, Human rights and Gender Perspective কর্মশালায় রেবেকা মিল্টন অংশ নেয়।

৮. ২৯ মার্চ-১লা এপ্রিল ২০০০, নেপালে ইরো এশিয়া প্যাসেফিক আয়োজিত মনিটারিং সিডও পরিবীক্ষন এর উপর কর্মশালায় হাবিবুন্নেসা অংশ নেয়।

৯. ২৩-২৮ এপ্রিল ২০০০, থাইল্যান্ডে Asia wide Radio Production Trainers for Women কর্মশালায় ডেনিস দুতাবাসের সহায়তায় সীনা আখতার অংশ নেয়।

১০. ৮-১২ জুন ২০০০, এ্যামস্টারডাম নেদারল্যান্ড-এ Royal Tropical Institute আয়োজিত Women, Gender and Development (TWGD-6) প্রশিক্ষনে রওশন আরা বেবী অংশ্রগহন করে।

১১. ১৭-২২ জুন ২০০০, বার্লিন, জার্মানিতে অনুষ্ঠিত Sexual Eduction and Reproductive Health for Young People in Asia Countries Germany সংক্রান্ড় কর্মশালায় রেবেকা মিল্টন অংশ নেয়

১২. ২৮জুন - ১লা জুলাই ২০০০, নিউইয়র্কে আই সি পিডি প-াস ৫ সংক্রান্ড় জাতি সংঘ সাধারন পরিষদের সম্মেলনে রেবেকা মিল্টন অংশ নেয়।

১৩. জুলাই ২০০০, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বেইজিং প-াস ৫ এর পর্যালোচনার বৈঠকে মাহীন সুলতান ও মাহবুবা মাহমুদ এবং নেটওয়ার্ক সদস্য আকিবুন্নেসা ও তাজনিহার অংশ নেয়।

১৪. ৫ - ৭ জুলাই ২০০০, সিঙ্গাপুরে "বয়স্ক মহিলাদের স্বাস্থ্য" শির্ষক সভায় এ্যারোর প্রতিনিধি হিসেবে নাসরীন হক অংশ নেয়।

১৫. ১০ - ১১ জুলাই ২০০০, যুক্তরাজ্য'র ডান্ডিতে Women and Psychology সম্মেলনে সাফিয়া আজীম অংশ নেয়।

১৬. ১৬-২৫ জুলাই ২০০০, লন্ডনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত আইসিডিডিআরবি ও নারীপক্ষ যৌথভাবে যে গবেষণা পকল্প হাতে নিয়েছে তার প্রস্তুতি বৈঠকে সাফিয়া আজীম অংশ নেয়।

১৭. ১৯ - ২০ আগষ্ট ২০০০, কলম্বো, শ্রলংকায় APWLD আয়োজিত Women's Rights Human Rights Task Force বৈঠকে ইউ.এম হাবিবুন নেসা অংশগ্রহন করেন।

১৮. ১৯ - ২০ আগষ্ট ২০০০, নারীর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ড় জাতীসংঘের Special Rapporteur এর সাথে APWLD আয়োজিত Asia Pacific Regional Consultation -এ মাহবুবা মাহমুদ অংশ নেয়।

১৯. ২৫ - ৩০ আগষ্ট ২০০০, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এ্যারোর এডভোকেসী কর্মশালায় রেবেকা মিল্টন অংশ নেয়।

২০. ২৭ - ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০, নয়াদিল-ী, ভারতে Eurostep South Asia Council আয়োজিত Eradication of Poverty and Quality of Aid কর্মশালায় ফজিলা বানু লিলি অংশ নেয়।

২১. ৯ - ১০ অক্টোবর ২০০০, এ্যামস্টারড্যাম, নেদারল্যান্ডসে রয়েল প্রপিক্যাল ইন্সিটিটিউট আয়োজিত Internationnal Conference on Muslim Women and Development-এ পারভীন হাসান অংশ নেয়।

২২. ১০ - ১৬ আগষ্ট ২০০০, মালয়শিয়ার কুয়ালালামপুর অনুষ্ঠিত IWRAWAsia Pacific আয়োজিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষনে হাবিবুন নেসা অংশ নেয়।

২৩. ১৫ - ১৭ অক্টোবর ২০০০, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত World March of Women সিডার সহায়তা রাশিদা হোসেন অংশ নেয়।

২৪. ১৭ - ২১ অক্টোবর ২০০০, আহমেদাবাদ, ভারতে Chetna আয়োজিত "Building Perspectives on Gender Equality and Empowerment for Enabling Women's Comprehensive Reproductive Health and Rights in South Asia" কর্মশালায় নাজনীন আখতার অংশ নেয়।

২৫. ১৩ - ২৫ নভেম্বর ২০০০, মেলবোর্ণ, অষ্টেলিয়ায় অনুষ্ঠিত World Blind Union 5th General Assembly-তে ফাতেমা বেগম অংশ নেয়। তার সাথে গাইড হিসাবে সামিয়া আফরীন যায়।

২৬. ২০ নভেম্বর - ১ ডিসেম্বর ২০০০, Centre for Women's Health in Society মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত Tobacco Control and Gender বিষয়ক প্রশিক্ষনে রীতা দাস রায় অংশ গ্রহন করেন।

২৭. ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর ২০০০, জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক এডভাইজারি প্যানেলের বৈঠকে নাসরীন হক অংশ নেয়।

২৮. ১১- ১৩ ডিসেম্বর ২০০০, হায়দারাবাদ, ভারতে ASPBAE আয়োজিত Regional Workshop on Violence Against Women in the Context of Adult Learning কর্মশালায় অর্চনা বিশ্বাস অংশ নেয়।

১১. কার্যালয় সংবাদ

আগামী দুই বছরের জন্য রুবী গজনবীকে নারীপক্ষ'র আহবায়ক ও মাহীন সুলতান। আগামী দুই বছরের ৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন সমন্বয়কারী কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে আছেন- রুবী গজনবী, মাহীন সুলতান, রীনা রায়, শিরীন হক, রোকেয়া আহমেদ, শামসুন নেসা ও সাদাফ সাজ সিদ্দিকী।

রফিকুল ইসলামকে সিনিয়ার হিসাব কর্মমর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। নারীপক্ষ'র জন্য নতুন কার্যালয় ভাড়া নেয়া হয়েছে ১৭০ গ্রীন রোডে ডিসেম্বর মাস তেকে ২১,০০০/- টাকা ভাড়ার নিচতলা নেয়া হয়েছে। তৃতীয় তলা এখনও নির্মানাধীন।

মোবাইল ফোন ক্রয় ঃ নেটওয়ার্ক দুর্বার ও পরিবীক্ষন। এ্যাকটেল ২টি, নেটওয়ার্ক জিপি জিপি -২টি, স্বাস্থ্য দল ২টি গ্রামীণ।

পরীবিক্ষন প্রকল্প থেকে ৪১,৬৫০০(পঁয়তালি- শ হাজার টাকা) দিয়ে একটি ফ্যাক্স কাম ফটোকপি মেশিন কেনা হয়।

নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক কর্মী ৫ জন, পরিবীক্ষন প্রকল্পে ১৪ জন, দুর্বার নেটওয়ার্ক প্রকল্পে ১৮ জন।

১০) নতুন সদস্য

সামিয়া আফরীন, আরজুমান্দ বানু, জাহানারা বেগম, ফরিদা ইয়াসমিন, লিপিকা জুলিয়েট, সালমা হক, নাজনীন সুলতানা রত্না নারীপক্ষ'র প্রাথমিক সদস্য হয়েছে।

নাজমা বেগম, রেবেকা মিল্টন, করুনা সমদ্দার, নাজমা আক্তার, উম্মে হাবিবা, উম্মে মনসুরা, নাহিদ নাজনীন কে সাধারন সদস্যপদ দেয়া হয়।

১১) শোক বার্তা ও শোক সংবাদ

সদস্যদের

প্রফসর রোকেয়া রহমান কবীর-এর মৃত্যুতে রুবী গজনবী ও নায়লা কবীরকে; রাশিদা হোসেন এর ভাইয়ের মৃত্যুতে ও পূর্বে রাশিদার মায়ের মৃত্যুতে; ইম্মে মুনসুরা ও উম্মে হাবিবা'র মায়ের মৃত্যুতে; নাহিদ নাজনীনের ভাই ও চাচার মৃত্যুতে, রোকেয়া বুলির মায়ের মৃত্যুতে; নাজমা বেগমের বাবার মৃত্যুতে; শামসুন নেসার দুলাভাইয়ের মৃত্যুতে; হাফিজা আক্তার শিরীন এর ভাইয়ের মৃত্যুতে; মাহীন সুলতানারে ননদের মৃত্যুতে; শিবালয়ের সদস্য রেখা ঘোষের সবামীর শ্রী নারায়ন চন্দ্র ঘোষ এর মৃত্যুতে পান্না চৌধুরীর স্বামীর মৃত্যুতে, বুলা কবিরের বাবার মৃত্যুতে; প্রাক্তন সদস্য জেসমিন জানাহ-এর বোন ফৌজিয়া ইয়াসমিন স্ড়ক ক্যান্সারে মারা গেছেন শোক বার্তা দেয়া হয়।

নারীপক্ষ'র শুভাকাঙ্খী/বন্ধু ঃ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক, ডাঃ কাসেম চৌধুরীর ছেলে বাবুর সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মারা গেছে। তার মৃত্যুতে কণা ও ডাক্তার কাসেম চৌধুরীকে, রাজশাহীর স্বেচ্ছাসেবী বহুমুখী মহিলা

সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মাগফুরা বেগমের বড় ছেলের, বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যু; আইন মন্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যুতে; নাজমুল আহসান কলিমুল-াহ এবং বাবার মৃত্যুতে; হোসেন জিল-ুর রহমান এর বাবার মৃত্যুতে; সালমা সোবহান -এর মায়ের মৃত্যুতে; ও এলিনা খানের ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক বার্তা দেয়া হয়।

১৪) **সদস্য সংবাদ**

নাজমা বেগম নারীপক্ষ এর হিসাব রক্ষকের চাকুরী ছেড়ে নিরাপদ মাতৃত্ব প্রকল্পে প্রকল্প কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেয় এবং পারবর্তীতে নিরাপদ মাতৃত্ব কর্মসূচীর কাজ শেষ করে পরিবীক্ষন প্রকল্পে প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দিয়েছে। রীনা রায় আন্ড়র্জাতিক শ্রম সংস্থায় চাকুরী নিয়েছেন। নাহিদ নাজনীন পরিবীক্ষন প্রকল্প ছেড়ে এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশনে প্রকল্প কর্মকর্তা হিসাবে চাকুরী নিয়েছেন। উম্মে মুনসুরা এ চাকুরী নিয়েছেন। সালমা হক পৌর মহিলা মহাবিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ-এ শরীর চর্চা শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়েছে। নাসরীন হক গত ২৩ জুলাই ১৯৯৯ বিয়ে করেছেন। রেজিনা পিরদৌস এর চেয়ে হয়েছে। ফরিদা ইয়াসমিন এর বোনের বিয়ে হয়েছে। আরজুমান্দ বানুরে বোনের বিয়ে হয়েছে। রীনা সেন গুপ্তা'র অপারেশন হয়েছে। রওশন আরা বেবীর ছোট বোনেসর বিয়ে হয়েছে। রেজিনা ফিরদৌস এর স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হয়েছে। নাজনীন সুলতানা রত্না ও রীনা ায়ের বিয়ে হয়েছে। বৃষ্টি চৌধুরীর পারভীন হাসানের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

১৪) **সদস্যদের বিশেষ অর্জন**

সমজিদ এর স্থাপত্যের উপর প্রবন্ধের জন্য সদস্য পারভীন হাসান ঢাকা বিশ্ববিষ্যালয়ের ডীন পুরষ্কারে ভূষিত হন।

প্রতিবেদক
রোকেয়া খাতুন